পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বাইবেল পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১. ১. বাইবেল: নামকরণ ও অর্থ - ১. ১. ১. উৎপত্তি ও অর্থ

‘বাইবেল’ শব্দটা বাঙালিদের নিকট অতি পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের সকল বাংলাভাষী সাধারণভাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে ‘বাইবেল’ নামে চেনেন। ইংরেজি ও সকল ইউরোপীয় ভাষায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ‘বাইবেল’ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর বৃটিশ খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে ‘পবিত্র বাইবেল’ নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করেন।
বাইবেল শব্দটার অর্থ ‘পুস্তক’। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বর্তমান বৈরুতের নিকটবর্তী প্রাচীন ফনিশিয়া (Phoenicia) রাজ্যের একটা শহরের নাম ছিল ‘বিব্লস’ (Byblos)। এ শহর থেকেই গ্রিকরা প্রাচীন ‘কাগজ’ প্যাপিরাস (papyrus) আমদানি করত। এজন্য গ্রিক ভাষায় প্যাপিরাস বা কাগজ এবং প্যাপিরাস বান্ডল (papyrus scroll) ‘বিবলস’ (Byblos/biblos) এবং কাগজে লেখা ছোট পুস্তক ‘বিবলিয়ন’ (biblion=small book) নামে পরিচিত ছিল। মাইক্রোসফট এনকার্টা বিশ্বকোষের ‘বাইবেল’ আর্টিকেলে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

The term Bible is derived through Latin from the Greek biblia, or “books,” the diminutive form of byblos, the word for “papyrus” or “paper,” which was exported from the ancient Phoenician port city of Biblos. By the time of the Middle Ages the books of the Bible were considered a unified entity.

“বাইবেল শব্দটা ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রিক ‘বিবলিয়া’ শব্দ থেকে আগত। এটা মূলত ‘বিবলস’ শব্দ থেকে গৃহীত। বিবলস অর্থ ছিল প্যাপিরাস বা কাগজ, যা প্রাচীন ফনিসিয়ান বন্দরনগরী ‘বিবলস’ থেকে আমদানি করা হত। মধ্যযুগে এসে বাইবেলের পুস্তকগুলোকে একীভূত অস্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হত।”

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13815

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন